গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-২৩০

তারিখঃ ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২১ মে ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/০৬/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২১/০৫/২০১৯
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা-১২১২
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

এপ্রিল ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.১৫ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার এপ্রিল'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মার্চ'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">এপ্রিল'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০১</td><td>০৪</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৫</td><td>০৩</td><td>১৮</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>১৭</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪১</td><td>০৮</td><td>৪৯</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>৪৬</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৫টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৩টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৭টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার এপ্রিল ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">এপ্রিল ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ১৫টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৫টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৩টি এবং বিআরটিসি-তে ০২টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২০৭</td><td>৩৪</td><td>৩২৪১</td><td>০৬</td><td>০৬</td><td>০০</td><td>৩২৩৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫২</td><td>০৩</td><td>২৫৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৬</td><td>০১</td><td>৮৭</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৪৬</td><td>৩৮</td><td>৩৫৮৪</td><td>০৬</td><td>০৬</td><td>০০</td><td>৩৫৭৮</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>যুগ্মসচিব (আইন) জানান-
(ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।</td><td>(ক) (১) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল অব্যাহত রাখতে হবে।	(আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৬০টি কনটেম্পট মামলা ছিল। এপ্রিল ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬০টি। ৬০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) (১) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১৮টি। এপ্রিল ২০১৯ মাসে ০৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আইন) যুগ্মসচিব (আইন)
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে এপ্রিল'২০১৯ মাসে ৩৪টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৫টি। তিনি আরও জানান, আদালতে দায়েরকৃত সওজ অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৫২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এপ্রিল ২০১৯ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৫৫টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এপ্রিল ২০১৯ মাসে ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৭টি। চালমান মামলাগুলো কেস টু কেস Verify করা হচ্ছে। ৮৭ টি মামলার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ৪টি, হাইকোর্টে ৩৬টি, জজকোর্টে ২৪টি, মহানগর হাকির আদালতে ১৪টি, সার্টিফিকেট আদালতে ৩টি ও শ্রম আদালতে ৬টি মামলা চলমান আছে।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬৫	১,০৮১	৫,৬৭৪	৬১০	১২ (অঃ)	৭.৩৭৭	০২ (সাঃ) ০২ (অঃ)	৭,৩৭৩
বিআরটিসি	৩,৬৫৬	২,৪৬৩	১,১০২	৯১	-	৩,৬৫৬	-	৩,৬৫৬
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	-	২৫৫	-	২৫৫
ডিটিসিএ	১৭	০৭	০৯	০১	৪ (অঃ)	২১	-	২১
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩১৬	৩,৬০৫	৭,০০৮	৭০৩	১৬	১১,৩৩২	০৪	১১,৩২৮

উপসচিব (অডিট) জানান যে, মার্চ ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩১৬। এপ্রিল ২০১৯ মাসে ১৬টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ০৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩২৮টি।

(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে জোনভিত্তিক ৩টি পর্যালোচনা সভা করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের পর পুনরায় পর্যালোচনা সভা করা হবে। সভাপতি পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের পর পর্যালোচনা সভা ব্যাহত রাখা এবং ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) (২) খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত, AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ এবং যথাসময়ে ব্রডশীট জবাব দাখিলের জন্য সভায় পুনরায় পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (৩) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (৪) ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) বিআরটিএ হতে কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। মে ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র জন্য ত্রিপক্ষীয় সভায় আহবান করা হবে।	(গ) বিআরটিএ'র কার্যপত্রের আলোকে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে। ।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ইহা প্রায় শেষ পর্যায়ে।	(ঘ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে দ্রুত শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতির তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) উপসিচব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে অডিট আপত্তি Reconciliation এর জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এ পূর্ত অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে Reconciliation করার জন্য আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	(ঙ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি Reconcialition করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	(চ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

পেনশন কেইস:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২২	০১	২৩	০৩	২০	
বিআরটিসি	১৫৬	-	১৫৬	-	১৫৬	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৮২**	০১	**১৮৩**	০৩	**১৮০**	

ক্রমঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। পিএ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত সুদ মুক্ত ঋণ হিসেবে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২৮/০৪/২০১৯ তারিখে এ বিভাগ হতে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকার জিও জারি করা হয়েছে।	(২) প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।	
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, গত ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খসড়া মহাসড়ক আইন, ২০১৯ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া আইনটির ওপর মতামত চেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় হতে মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম শেষকরত: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে ২২/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (বিআরটিএ)
	গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি'র প্রবিধানমালা ভেটিং শেষে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ২১/০৪/২০১৯ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া যায়। ডিটিসিএ'র নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে ২৯/০৪/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কাগজপত্র পাওয়া সাপেক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ জানান কোয়ারির জবাব প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	কোয়ারির জবাব ডিটিসিএ হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে সড়ক বিভাগসমূহ কর্তৃক ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। সভাপতি প্রতিটি সড়ক বিভাগে কোন্ ২ কিলোমিটারে গাছ রোপন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সমন্বয় সভার নির্দেশনা ও পূর্বের ন্যায় মহাসড়কসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া ইতোপূর্বে সমন্বয় সভার নির্দেশনা ও পূর্বের ন্যায় মহাসড়কসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড অধিশাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন সংশ্লেষে গঠিত কমিটির সভা ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নীতিমালার খসড়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ফরমেট অনুসারে সংশোধন করে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(খ) গঠিত কমিটিকে নির্ধারিত খসড়া নীতিমালার ওপর দ্রুত খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গাছে পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ

ক্রমঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	অবৈধ স্থাপনা অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ACAD কোর্স সম্পন্ন করে সদ্য কাজে যোগদান করেছেন। সহসাই অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন নওগাঁ-বদলগাছী-পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর মহাসড়কের বালু ডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ট হতে বরম্নকান্দি মোড়, কির্তিপুর বাজার, বদলগাছী বাজার এলাকায় সওজ মালিকানাধীন ভূমি হতে ২১৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৭.২১০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭ কোটি ০৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকার কম/বেশী। উচ্ছেদকালীন সময়ে সরকারি কাজে বাঁধা দেয়ার চেষ্টায় বিজ্ঞ জেলা জজের সহায়তায় আদালত থেকে নোটিশ দেয়ার কার্যক্রম নেয়া হয়। (খ) ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন মাতাজিহাট বাজার-নজিপুর-পত্নীতলা ও খিরসিন বাজার এলাকার সওজ মালিকানাধীন ভূমি হতে ৩৭০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ২২.১৩ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকার কম/বেশী। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট স্থানে চারতলা একটি মসজিদ তৈরী করে মসজিদের নিচে বিশাল মার্কেট, অবশিষ্ট জায়গায় মার্কেট ও অফিস তৈরী করে দখল করে রেখেছে। এ জায়গাটুকু স্থানীয় মেয়র ও মসজিদ কমিটির প্ররোচনামূলক কাজের জন্য উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। জমিটুকু রিজিউম করে বন্দোবস্ত নেয়ার চেষ্টা চলছে। (গ) ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন রংপুর-বড়বাড়ী-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কুড়িগ্রাম অংশে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৭৬৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১৫.০১ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৩৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (ঘ) ২৫/০৪/২০১৯ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন লালমনিরহাট সড়ক বিভাগাধীন রংপুর-বড়বাড়ী-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫০৬) লালমনিরহাট অংশে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৬৮৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১২৩.০০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, বদলীজনিত কারণে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা এর পদটি শূন্য রয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পত্র দেয়া হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৯/০৪/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় এলাকায় অক্সিজেন স্টেক ইয়ার্ড ও গ্যারেজ সংলগ্ন সওজ অধিগ্রহণকৃত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১৪টি দোকান/ঘর দখলমুক্ত করা হয়। উক্ত দখলমুক্ত ভূমির পরিমাণ ০.০২ একর যার বর্তমান বাজারদর আনুমানিক ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ৩৯৪৯টি মামলা দায়ের করে ৬১,১২,৮৭০/- (একষট্টি লক্ষ বার হাজার আটশত সত্তর) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ৫১টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত ৮৩টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	(ক) ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের সেতু ও মহাসড়ককের পাশে বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক পুলিশের নাম ব্যবহার করে কোনো বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৫/০৪/২০১৯ তারিখ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং মহাপুলিশ পরিদর্শক (আইজিপি), পুলিশ'কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণের বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) ৩৫টি সার্ভে রিপোর্ট রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) কোয়ারি প্রদান করায় জবাব প্রস্তুতকরত: পুনরায় প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিআরটিএ কর্তৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণার জন্য বিআরটিএ, মিরপুর-এ প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ-তে যোগাযোগ করা হচ্ছে, প্রতিবেদন পাওয়া মাত্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ক) (১) ৩৫টি সার্ভে রিপোর্ট রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
		(ক) (২) বিআরটিএ কতৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণার কাযক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(খ) টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপির অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি মিটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, পিইসি মিটিং এই মাসেই অনুষ্ঠিত হবে।	(খ) ডিপিপির অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি সড়ক বিভাগে (গাজীপুর সড়ক বিভাগ) শেড নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন করার কার্যক্রম চলমান।	(গ) প্রক্রিয়াধীন ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। অবিশিষ্ট গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন:** (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি সংস্থাপন)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(খ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি দেখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র ড্রাইভার/কন্ডাক্টরদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation করা হচ্ছে।	(গ) বিআরটিসির ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। সভায় অন্যান্য যানবাহন ছাড়াও ১১টি ড্রাইভারের পদের বিপরীতে ১১টি গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ১টি গাড়ী চালক ও ৭টি অফিস সহায়ক পদসহ মোট ৮টি পদ ডিটিসিএ-তে নিয়মিতকরণের জন্য চাহিত তথ্যাদি ২৪/০৪/২০১৯তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানির প্রস্তাব অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগের বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** (i) এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের এপিএ'র ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ'১৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে ও যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে। অগ্রগতি সন্তোষজনক। (ii) মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ নির্দেশিকা ২০১৮ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অনুকূলে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক দাখিলের বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মার্চ-২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের অনুকূলে প্রমাণক সরবরাহ করার জন্য আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণ ও এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা যায়। (iii) সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এ বিভাগের এপিএ ২০১৯-২০ এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক ০৯.০৫.২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্দেশনা মোতাবকে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় অনুমোদিত খসড়া এপিএ ২০১৯-২০ গত ১২.০৫.২০১৯ তারিখে এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরবর্তীত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনকরতঃ এ বিভাগের এপিএ ২০১৯-২০ চূড়ান্ত করা হবে।	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (এমআরটি অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের চতুর্থ প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। সভাপতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাবহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	চতুর্থ প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বারন্বিত করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) Grivance Redress System - GRS : (১) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, এপ্রিল ২০১৯ মাসে এ বিভাগে অনলাইনের মাধ্যমে ১০টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ১০টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি এ বিভাগ, ০৬টি বিআরটিসি এবং ০৩টি অভিযোগ বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ০১টি অভিযোগের জবাব প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট (১০-১)=০৯টি অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা সহ এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান আছে। এন্ট্রি কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীদের iBAS সিস্টেমে প্রবেশে কোনো জটিলতা থাকলে তা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(ঙ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৫-১৬ এপ্রিল এবং ৪-৫ মে বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকাতে দু'টি Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে।	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এপ্রিল'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ২৬৮টি নথি ও ২২৫টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৮০টি নথি ও ৫৯টি পত্রজারি, বিআরটিসি ২১১টি নথি ও ৪৪টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৭টি নথি ও ৫টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ডিটিসিএ ই-ফাইল কার্যক্রমের অগ্রগতি না হওয়ায় সভাপতি অষন্তোষ প্রকাশ করেন। ই-ফাইল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের কার্যকরী উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): **সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক** শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে গত ২১/০৪/২০১৯ তারিখে আহবায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের পর কর্মশালাটি আয়োজন করা হবে। সভাপতি এখনই কর্মশালার তারিখ নির্ধারণ ও স্টেক হোল্ডারদের আমন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের পর কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। (২) কর্মশালার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং স্টেক হোল্ডারদের আমন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
১৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৯৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এপ্রিল'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান,

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসির আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে ম্যানেজার, বিআরটিসি জোয়ারসাহারা ও মতিঝিল ডিপো'র সাথে সভা করা হয়েছে। যাত্রীসাধারণ বিআরটিসি'র গাড়ীতে ভাড়া পরিশোধে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সংশ্লিষ্টদের সক্রিয়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে।	বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়নি।	(৩) বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।	
	(৪) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(৪) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	
	(৫) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটের ডিভাইসগুলো ০২/০৪/২০১৯ তারিখে ডিটিসিএতে জমা দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিআরটিসি এই রুটে Rapid Pass চালু করতে পারেনি। বর্তমানে আজিমপুর-ধানমন্ডি রুটের চক্রাকার বাস সার্ভিসে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(৫) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। বর্তমানে সুপার স্ট্রাকচারের ৩য় তলায় Hoor Slab এর Shuttering এবং বেইজমেন্টের প্লাস্টার এর কাজ চলমান। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.২৬৩%। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান ডিটিসিএ ভবন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এ বছরে অর্থ বরাদ্দের কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামী অর্থ-বছরে নতুন করে বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হবে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) আগামী অর্থ-বছরে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী পিডিআর অ্যাক্টে সার্টিফিকেট মামলাসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ:	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

ক্রম	ডিপোর নাম	ইজারাদারের নাম	বাসের সংখ্যা	ইজারা বাতিলের তারিখ
১.	জোয়ারসাহারা	বাবু নন্দলাল মন্ডল	১ টি	২৯/০৩/২০১৮
		কেটআর এন্টার প্রাইজ	৯টি	১৯/০২/১৯
২.	কল্যাণপুর	লিল্টু এন্টারপ্রাইজ	০৭টি	২৯/০৩/২০১৮ ও ১০/০৬/২০১৮
		রবিউল ট্রেডার্স	০২টি	২১/০৫/২০১৮
		মেসার্স গোলাম মোস্তফা	১০টি	২০/১০/২০১৮
৩.	বগুড়া	হাসান আলী মন্ডল	০৪টি	২৯/০৭/২০১৮
		কামরুল হাসান	০২টি	
৪.	দিনারজপুর	মেসার্স গোলাম মোস্তফার	০১টি	১৪/০৩/১৯
৫.	মতিঝিল	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক বকুল	০২টি	০৫/০৩/১৯

ইজারার শর্ত ভঙ্গ ও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বাতিলকৃত ইজারাদার জনাব হাসান আলী মন্ডলের নামে বগুড়া জেলায় ৩৭৬পি/২০১৮(সদয়) নম্বরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া, রাজস্ব অজমায় বাতিলকৃত অন্যান্য ইজারাদারদের নামে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিটির সদস্য জনাব মোঃ সামীমুজ্জামান, উপপ্রধান সভাকে অবহিত করেন গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিক ও অফপিক আওয়ারে বিভিন্ন রুটে বাসে যাত্রী আরোহনের বিষয়টি সরেজমিনে দেখার বিষয়টি কমিটির আহবায়ককে অনুরোধ করা হলেও সরেজমিনে তা যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান কমিটির সাথে বিষয়টি আলোচনা করে দ্রুতই এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আগামী ২৫ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিটিকে এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(২) ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটিকে পিক ও অফপিক অওয়ারে বিভিন্ন রুটে বাসে যাত্রী আরোহনের বিষয়টি সরেজমিনে দেখে মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্তে ২৫/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা হবে। দ্রুত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে বিআরটিএ হতে কিছু জানানো হয়নি।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে দ্রুত একটি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৮, এপ্রিল ২০১৮, মে ২০১৮, অক্টোবর ২০১৮ এবং নভেম্বর ২০১৮, জানুয়ারি ২০১৯, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ এবং মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং/অধিশাখা/শাখা কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নিতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: যুগ্মসিচব (আইন) জানান, ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে আদালতের রায়ের শব্দগত জটিলতা নিরসনে সলিসিটর এর সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।	যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড)
	(জ) মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা Airport রোডে নির্দেশিকা স্থাপনের কাজ করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে নির্দেশিকা স্থাপনের কাজ চলছে। মহাসড়কে নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) নির্দেশিকা স্থাপনের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঝ) ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মার্চ ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ৩টি। ২ মাসের অধিক অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৯টি। মোট অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ৪০টি। মার্চ ২০১৯ মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি অর্থ-বছরে নিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ৭৭টি।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন প্রতিমাসে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঞ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা: প্রধান প্রকৌশলী জানান, প্রধান প্রকৌশলী যান্ত্রিক উইং এর আওতাধীন মোট ফেরি ঘাটের সংখ্যা ৩৯টি, মোট ফেরির সংখ্যা ৬২টি, সার্ভিসিং প্রযোজ্য ফেরির সংখ্যা ৪৬টি। এপ্রিল/২০১৯ মাসে ৩১টি ফেরিঘাটের ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫টি ফেরির সার্ভিসিংও সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্ভিসিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি তদারকি করতে হবে। (২) মাঠ পর্যায় হতে ফেরি সার্ভিসিং সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ট) সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ও সঈদা মমতাজ, সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ অধিপ্তরকে ইনেডক্সটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে পরামর্শ প্রদান করেন।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঠ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, শূন্যপদ পূরণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার জনবল সংক্রান্ত তথ্যদি নিম্নরূপ:	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রম	বিভাগ/দপ্তর সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্যপদ
১.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৩৯	১৪১	৯৮
২.	সওজ অধিদপ্তর	৯৪৩১	৩৮৭০	৫৫৬১
৩.	বিআটিএ	৮২৩	৭১৩	১১০
৪.	বিআরটিসি	৫৮৯৩	৩১৬৪	২৭২৯
৫.	ডিটিসিএ	২১২	৭৬	১৩৬
৬.	ডিএমটিসিএল	-	-	-
	মোট	১৮৫১৭	৭৯৬৬	১০৫৫২

	(২) শূন্যপদ পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। তাই শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রতিমাসে শূন্যপদ পূরণের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	(২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৫/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব